ফলেশ্বরী

তরুণ মজুমদারের রূপকথা

রাধারাণী পিকচার্সের ছবি

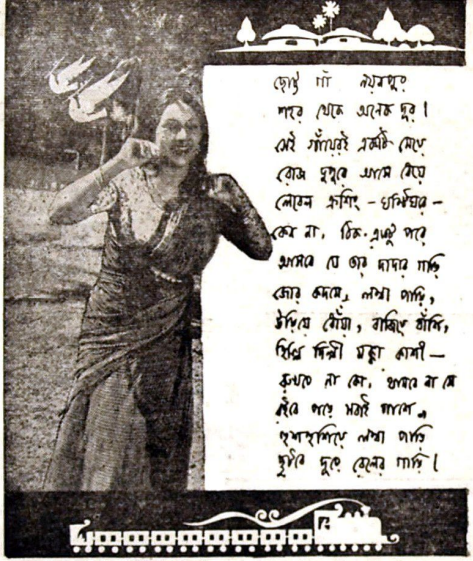

ছোট্ট গাঁ নয়নপুর
শহর থেকে অনেক দূর।
সেই গাঁয়েরই একটি মেয়ে
রোজ দুপুরে আসে ধেয়ে
লেভেল ক্রসিং – ঘন্টিঘর –
কেন না, ঠিক একটু পরে
আসবে যে তার দাদার গাড়ি
জোর কদমে, লম্বা পাড়ি,
উড়িয়ে ধোঁয়া, বাজিয়ে বাঁশি,
হিল্লি দিল্লী মক্কা কাশী –
রুখতে না কেউ, থামবে না যে
ধরে পায়ে সবাই পাশে।
হুশহাশিয়ে লম্বা পাড়ি
ছুটবে দূরে রেলের গাড়ি।

ফুলেশ্বরী

কার্তিক বর্মণ প্রযোজিত
রাধারাণী পিকচার্সের নিবেদন
চিত্রনাট্য · সংলাপ · পরিচালনা
তরুণ মজুমদার
সঙ্গীত · হেমন্ত মুখোপাধ্যায়
কাহিনী · বিভূতি ভূষণ মুখোপাধ্যায়

এমন জবর দাদা যাহার
মাটিতে পা পড়ে কি তার?
পড়ে না, তাই ফুলেশ্বরীর
দেমাক দেখে সবার শরীর
রী-রী করে। তবুও হায়
জব্দ তাকে করাই যে দায়।
কারণ, তাহার বুদ্ধি যত
মুখের জোরেও তুখোড় তত।

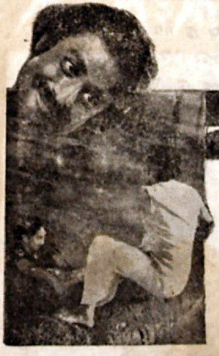

আলোকচিত্র : কে. এ. রেজা । সম্পাদনা : রমেশ যোশী । শব্দগ্রহণ : অনিল দাশগুপ্ত, সৌমেন চ্যাটার্জী, অনিল তালুকদার । শিল্প নির্দেশ : সুনীতি মিত্র । সঙ্গীতানুলেখন ও শব্দপুনর্যোজনা : শ্যামসুন্দর ঘোষ । রূপসজ্জা : শক্তি সেন, গৌর দাস । নৃত্য নির্দেশ : শম্ভু ভট্টাচার্য্য । কর্মসচিব : নিখিল সেনগুপ্ত । গীত রচনা : মুকুল দত্ত, পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়, অর্ণব মজুমদার, তরুণ মজুমদার । নেপথ্য কণ্ঠদান : হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, মান্না দে, অনুপ ঘোষাল, হরিধন মুখোপাধ্যায়, সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায় ও আরতি মুখোপাধ্যায় । পটশিল্প : চ্যাটার্জী ও কয়াল । সাজসজ্জা : পচা দাস, নিউ স্টুডিও সাপ্লাই । স্থিরচিত্র : এভুনা লরেন্স । স্টুডিও তত্ত্বাবধান : আনন্দ চক্রবর্তী । প্রচার শিল্পী পূর্ণজ্যোতি । প্রচার : ফণীন্দ্র নাথ পাল । পরিবেশক : চণ্ডীমাতা ফিল্মস প্রাঃ লিঃ ।

তাই তো ফুলি গাঁয়ের ঘাটে
নাইতে-ছুঁতে যায় না মোটে,
সে হেঁটে যায় অনেক দূর
রেল পেরিয়ে তালপুকুর।
ঘন্টিঘরের গেটের পাশে
ফোকলা মুখে 'দীনু-দা' হাসে,
দীনুর কথা, ফুলির গান
রং-রসেতে দুই সমান।

গাঁয়ের ছেলে ফটিকচরণ,
কুমড়ো-পটাশ চেহারা গড়ন,
সদাই ঘোরে ফুলির পিছে
কেন না, তার মনের নিচে
একটি শুধু লোভ লুকিয়ে –
ফুলিকে সে করবে বিয়ে।
যেই না ফুলি ধারছে পার
এঁটো কোথায় ছুঁড়িয়ে মারে।

এমন দেখে দাদা নাচার
ফুলিকে সে করল পাচার
থাকুক গিয়ে মাসির ঘরে,
দু-মাস পরে, ছ'মাস পরে
যেই না হবে পাত্র জোগাড়
ফিরিয়ে নেবে আবার আবার।

সহকারীবৃন্দ — পরিচালনা : প্রশান্ত রায় চৌধুরী, শ্রীনিবাস চক্রবর্তী, দিলীপ মুখার্জী। আলোকচিত্র সহকারী : শ্যাম ঘোষ । সুর সৃষ্টি : সমরেশ রায়, বেলা মুখোপাধ্যায় । আলোক চিত্র : কৃষ্ণ ধর, কানাই দাস, স্বপন নায়েক, বাউরীবন্ধু জানা । শিল্প নির্দেশ : বুদ্ধদেব ঘোষ । সম্পাদনা : শক্তিপদ রায় শব্দগ্রহণ : বানাজী শ্যামল, নিতাই জানা । রূপসজ্জা : শম্ভু দাস । শব্দ পুনর্যোজন : জ্যোতি চট্টোপাধ্যায়, পাঁচু গোপাল ঘোষ, ভোলানাথ সরকার, মদন মণ্ডল । আলোক সম্পাত : প্রভাস ভট্টাচার্য্য, ভবরঞ্জন দাস, সুকান্ত ঘোষ, তারাপদ মান্না, রামদাস কোনার, কালী কোনার, হৃদেসরাম মৌর্য্য, সুনীল শর্মা, শম্ভু ভট্টাচার্য্য, কানাই কাজার । পরিস্ফুটন : অবনী রায়, মনীভূষণ সরকার, অবনী মজুমদার, কানাই ব্যানার্জী, রবীন ব্যানার্জী, নিরঞ্জন চ্যাটার্জী ।

ছ মাস পরে ফিরছে ফুলি
গো-গাড়িতে হেলি দুলি,
হঠাৎ দেখে ধানিপুরে
ফুলের শোভা আর না ধরে;
নতুন রঙে লাগছে সবই,—
দীনু-দা শেষে হল কবি!
এই না ভেবে, দেখতে গিয়ে
অবাক ফুলি, ব্যাপার কি এ!
নতুন মানুষ দাঁড়িয়ে আছে
একটু দূরে দাওয়ার কাছে।

বৃন্দাবন সে গান বেঁধে গায়
অভিমানের 'রেলপুলে' ওই।
অভিমানী সে ফুলির দাদা,
তরল খেলেও মনটি সাদা।

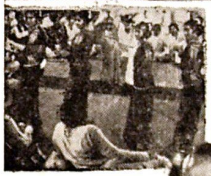

রূপায়ণে : সন্ধ্যা রায় : শমিত ভঞ্জ : অনুপকুমার : লিলি চক্রবর্তী : [illegible] দেবী : [illegible] : [illegible]
রবি ঘোষ (অতিথি শিল্পী) : চিন্ময় রায় : তরুণকুমার : হরিধন মুখোপাধ্যায় : অসীম চক্রবর্তী (অতিথি শিল্পী)
[illegible] : সুলতা চৌধুরী : [illegible] বসু : [illegible] মুখার্জী : [illegible] রায় : [illegible] রায় : [illegible] রায়
[illegible]
[illegible] দে : দীনবন্ধু [illegible] : [illegible] : [illegible] : [illegible] : [illegible] (মধুমিতা) : [illegible] : [illegible] : [illegible]

রেলের কথা, রেলের লোক
ফুলির ছিল স্বপ্নলোক;
কিন্তু এ যে তুচ্ছ বেজায়
দাঁড়িয়ে শুধুই ফ্ল্যাগ দেখায়।
দাদার গাড়ি যখন ছোটে
কেউ না তো পাত্তা মোটে।
ফুলির দেমাক সইতে নারে
যে-জন বোঝায় ভাবনা, তারে।

তবু কেন মনের মাঝে
অচিন সুরে বাজনা বাজে!
খেলতে গিয়ে যায় না ফেলা
জীবনের এই মজার খেলা।
সে কাহিনী বলছি তবে,
একটুখানি বসতে হবে।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার : সর্বশ্রী [illegible] - নারায়ণ চক্রবর্তী - অশোককুমার সরকার - সেবাব্রত গুপ্ত - ডি.সি. লাহিড়ি - সত্যকড়ি হোতা - এস. [illegible] - হিমাংশু শেখর দাস - অনুকুলচন্দ্র মোহান্তি এন. [illegible] - এ. রহিম - এন. বি. ঘোষ - ডাঃ সত্যরঞ্জন দাস - সাউথ ইস্টার্ণ রেলওয়ে স্টাফ ([illegible]) [illegible] - [illegible] - [illegible] - বীরভূম ([illegible]) [illegible] - [illegible] - [illegible] - [illegible] - [illegible] - [illegible] - [illegible] - [illegible] - [illegible] - [illegible] (কলিকাতা)
[illegible] ও আর. বি. মেহতার তত্ত্বাবধানে ইন্ডিয়া ফিল্ম ল্যাবরেটরীজে পরিস্ফুটিত

সংগীত

[এক]

শুন শুন মহাশয় শুন দিয়া মন।
বিচিত্র কাহিনী এক করি নিবেদন ॥
আহা বেশ বেশ......
যদিও জানি গো ইহা পুরাতন সন।
দিকে দিকে প্রগতির কত না লক্ষণ ॥
আহা বেশ বেশ......
জলেতে জাহাজ চলে আকাশে বিমান।
কলে-মিলে ধর্মঘট মিছিল-শ্লোগান ॥
আহা বেশ বেশ......
"জন্ম-নিয়ন্ত্রণ" আর "গরিবী হঠাও"।
ইন্দিরা-নিক্সন-ক্রুট্রো-কোসিগিন-মাও ॥
আহা বেশ বেশ......
ফেলিনি-গোদার-ক্রফো-সত্যজিৎ রায়।
ইহাদের সকলেরে রাখি গো মাথায় ॥
আহা বেশ বেশ......
আহা বেশ বেশ......

তবু
মাঝে মাঝে মন যেতে চায় ফিরে ফিরে,
ছায়া-সুনিবিড় স্বপ্ন-মদির হারানো দিনের ভিড়ে।
আকাশ যেথায় নীলিমায় নীল
তরু-মর্মরে বিশ্ব-নিখিল
গেয়ে ওঠে গান,
জেগে ওঠে প্রাণ
উদাসী বাঁশির ডাকে,
কলসীটি নিয়ে কাঁখে
পল্লীর মেয়ে জল নিতে যায় ছায়া ঘেরা পথ দিয়ে,
শুধু রূপকথা কি এ?
তবু সেই কথা আমার পরাণে সোনার চেয়েও দামী,
এইখানে এসে আমি
আমার আমিরে খুঁজে পাই ফিরে ফিরে।
ছায়ায়-মায়ায়-সুধায় মাখানো সেই অতীতের তীরে
চলো, চলে যাই একবার ধীরে ধীরে......

[রচনা - তরুণ মজুমদার]

[দুই]

আমি তোমায় বড় ভালবাসি
তোমায় বড় ভালবাসি
প্রাণ মন যায় দেখে তোমায়
ও মুখের মধুর হাসি ॥
কি বাহার তোমার চুলে
আমার মন যায় যে ভুলে
(আবার) রসিকতায় মন কেড়ে নেয়
নিতুই নূতন দেখতে আসি ॥
তুমি আমার মনের মতন
করব তোমায় কতো যতন
পাগল হ'য়ে তোমার প্রেমে
পরব আমি গলায় ফাঁসি ॥

[প্রাচীন গীত]

[তিন]

তুমি শতদল হয়ে ফুটিলে সরোবরে,
আমি ভ্রমর হইতে পারলাম না।
তুমি সুখ দিলে দিয়া দরশন,
আমি সুখ সহিতে পারলাম না।
তোমায় প্রাণে ধরিতে গো করি হে বাসনা,
অভিলাষার কুসুম দিয়া করি আরাধনা,
তুমি আমার ভাবনা কামনা সবই
তবু তোমায় পাইতে পারলাম না ॥
তুমি আসলে আমার আঙিনাতে
আমার হৃদয় হ'ল কুঞ্জবন।
আমার মন-বাঁশি বাজবে আপন মনে
জানবে জগৎ আমার আপনজন।
হিমেল-নদীর বুকে ভাসে আমার ভাঙা নাও,
জল দিলে না, কূল দিলে না, দিলে নাকো ঠাঁও,
তরাতুমির আশায় এখন কাঁদে আমার মন
ফিরাতে চাইল না ॥

[রচনা - মুকুল দত্ত]

[চার]

আমি দেখতে ভালবাসি
আমি নতুন করে দেখতে ভালবাসি
নরম যদি করে কভু
ভরে না তো মন কভু
আমি পাগল হইলাম শুনে শুনে তোমার মোহন-বাঁশি।
তোমার লাগি পথের ধারে পাতিলাম ঘর
আসতে যেতে মন যে কখন হয়ে গেল পর
ভাবের লতায় ধরল কলি
রসের খোঁজে আসে অলি
আমি নিজের ঘরে ওরে এখন হইলাম পরবাসী ॥
আমার বসতি ওহে ভালবাসার দেশে
সুখের বাতি জ্বলে যেথায় সকল পাওয়ার শেষে
খেদ নাই আর এ জীবনে
কেটেছে রে আপন মনে
যেন হে বিধাতা এই মাটিতে আবার ফিরে আসি ॥

[রচনা - মুকুল দত্ত]

[পাঁচ]

টাপুর-টাপুর বৃষ্টি ঝরে কোন্ সে আকাশ থেকে—
ও আমার কমলিনী শিহরিয়া যায়,
যেন লজ্জাবতীর চরণ হইতে আলতা ধুইয়া যায় ॥
দেহের অঙ্গনে কাঁদে যেন কারো মন
কটিতটে থমকিয়া থেমেছে যৌবন
যেন বাতাসেতে বনলতা দুলে দুলে যায় ॥
তোমার গোপন কথা যত আছে বন্ধ বুকে
অঞ্চলে ঢাকিলে তবু ঢাকা নাহি থাকে।
স্বপ্নের দেউল যেন তব দুটি আঁখি
কিছু স্বপ্ন দাও বন্ধু আমিও তো দেখি
কেন অধরের বাঁশরি যে সুর ভুলে যায় ॥

[রচনা - মুকুল দত্ত]

[ছয়]

হ্যাদে গো পদ্মরাণী, তুমি ভারী সুন্দরী
তোমার রূপের বয়লারে
মন যে আমার কয়লারে
জ্বলে পুড়ে মরি।
বক্ বক্ বক্ বকম্ বকম্
জংশন স্টেশন থেকে এনে দেব চিরুনী
বাঁধো তুমি লাই-গরুর ল্যাজের মতো বিনুনী
ও চোখের সিগন্যালে
যা দেখাও নীলে-লালে
আমি তাই করি।
লব-লাইন দিয়ে আমি যখন চলি ব্যাঁকা
ভালো লাগে মনে মনে ঐ তোমার কথার হ্যাঁকা
কানে মিঠে তালা লাগায় তোমার মুখের হাসিটি
ঠিক যেন ইঞ্জিনেরি ধোঁয়া-ছাড়া বাঁশিটি
যৌবন তোমারি গায়
চলে যে বিনে ভাড়ায়
ও গো রেল-পরী।

রচনা - পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়]

[সাত]

আমি তোমায় কতো খুঁজিলাম—
ফুলেশ্বরী নদী আমি কতো খুঁজিলাম।
মিশে নাই তো সাগরে হে
হারায় নি তো পথে,
শেষে আমার অঙ্গনে এসে
পায়ে পায়ে লিখে গেছে ফুলেশ্বরী নাম ॥

[রচনা - মুকুল দত্ত]

[আট]

কেষ্টি - হায় হায় হায় হায় হায় হায় হায় হায়
কি হবে উপায়?
কলিকালের রাধা আবার বৃন্দাবনে যায়।
হাতে আয়না-বসা চুড়ি খোঁপাতে বেলকুঁড়ি
আর কলকা-আঁকা পাছা-পেড়ে শাড়িটি তার গায়।
রাধা - নজর যাদের ছোট দেখবে বেশী কি?
বাইরেটাকেই দেখে তারা করে ছি ছি ছি
শ্রীরাধার আসল 'রাধা' মনে
অঙ্গে যতই কলঙ্ক থাক, কালি তো নেই প্রাণের বৃন্দাবনে
কেষ্টি - তা বলে এমনি ধারা দেখিনি সৃষ্টি ছাড়া
পেলে তার একটু সাড়া অভিসারে যাবার তাড়া।
হায় হায় হায় হায় কি হবে উপায়
ছিঁচকাদুনি পেয়ে রাধা হাপুস চোখে চায়।
রাধা - যখন তখন বাঁশি বাজে দিন-দুপুরে ভরা সাঁঝে,
হায় হায় হায়!
রাধা যত নিরুপায় তারো বেশী অসহায়
এক গলাতে কাঁদে সে তো অন্য গলায় গায়।
কেষ্টি - জানি নে কেমন ধারায় গান গেয়ে যায়
নিশুত রাতের প্যাঁচানি,
আর এই রাধা যে শেখে শুধু আঁস্তাকুড়ের চ্যাঁচানি।
নে রে আমার কথা নে,
যখন তখন বাজলে বাঁশি কানে আঙুল দে
রাধা - ও কি আর তেমনি বাঁশি
কাণ ঢাকলেই আর যাবে না শোনা,
ও আমার মোহন বাঁশি,
এই যে নরক করে স্বর্গ-সোনা।
কেষ্টি - আঃ মরণ মরণ মরণ! কি যে কথার ধরণ
মর্ত্য ছেড়ে রাধা এবার স্বর্গে ফেলে চরণ।
রাধা - ঐ বাঁশিই রাধার মরণ ও যে জানে বশীকরণ
ও যে সকল দুঃখহরণ,—
বৃন্দাবনের মরণবাঁশি করল রাধাবরণ।

[রচনা - পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়]

[নয়]

ক্ষেন্তি - শুনুন শুনুন বাবুমশাই
আজকে আমি গল্প শোনাই
নিজের চোখে যা দেখেছি
তাই নিয়ে এক কাহিনী গাই।
দেখেছি রকমারি সতী-নারী
গঞ্জে গাঁয়ে দেশে,
দেখলাম পুণ্যবতী পরুষ-সতী
এই দেশেতে এসে।
আমার ধন্য হল হিয়া
আসুন আসুন কূলবধরা জয়-জেকোর দিয়া।

সমবেত - এই পুরুষ-নারীর অক্ষয় সিঁদুর রাখুন এয়োতি
সাধ্বী নারী এই চরণেই করুণ প্রণতি ।।

ক্ষন্তি - বিরাট গৃহে অর্জুন বীর ছিলেন বৃহন্নলা,
শিখেছিলেন নারীদের সকল ছলাকলা।
এতো অর্জুন নয় ঘোমটা-দেওয়া পুরুষ লজ্জাবতী,
এই ঘোরকলিতে তিনিই মহাসতী।
এমন মহাসতী কেউ দেখেনি আগে,
দেখতে যাকে পুরুষ পুরুষ লাগে।

সমবেত - এই পুরুষ-নারীর.....করুণ প্রণতি ।।

ক্ষেন্তি - হায় বিধাতা করলে একি ভুল!
কেন বাধে না সে জরির ফিতেয়
মাথার এলোচুল ?
জানি না কোন রমণী ভুলেছে তার
নকল পুরুষ-বেশে,
কে মরেছে তাকে ভালোবেসে।
এমন ভালোবাসার আগে যেন কলসী-দড়ি নিয়ে
পচা-ডোবায় মরে সে ঝাঁপ দিয়ে ।।

[রচনা - পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়]

[দশ]

ঘোয়োনা দাঁড়াও বন্ধু
আরো বল কু-কথা।
হংসপাখায় পাক লাগে কি
সরস্বতীর আসন যেথা ।।
তুমি দেখ নারী-পুরুষ
আমি দেখি শুধুই মানুষ
ভালবাসার ভুবন জুড়ে
সুখী আমার এই বিধাতা ।।
আমি দেখি চাঁদের আলো
তুমি দেখ কলঙ্ক,—
খোলা আকাশ ঘর যে আমার
মাটিই সুখের পালঙ্ক।
বীণাপাণির চরণ ছুঁয়ে
আমি আছি বিভোর হয়ে
হৃদয় আমার গান গেয়ে যায়
হৃদয় দিয়েই শোন তা ।।

[রচনা - পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়]

[এগারো]

ফুলেশ্বরী। ফুলেশ্বরী। ফুলের মতো নাম,
তোমার দেওয়া দুখের কমল বুকে ধরিলাম।
সুখের সিন্দুর দিতে মাথায়
যেন আমায় মনে পড়ে না,—
সেদিনের কোন মায়ায় মন যেন ভরে না
অনেক সুখে এখন আমার চোখে এল জল,
সেই চোখের জলের মালা গেঁথে গলায় পরিলাম
ফুলেশ্বরী। ফুলেশ্বরী। ফুলের মতো হয়ে
ফুটে থেকো বন্ধু তুমি নতুন আঙিনায়,—
আমার শুভ-আশায় যেন তোমার জীবন
মধুর হয়ে যায়
মনকে আমি প্রদীপ করে
জ্বেলে দিলাম তোমার বাসরে,
সেই আলোতে মুখ দেখোগো
তোমরা পরস্পরে।
এই নেভা-দীপের কালিই আমার হোকনা পুরস্কার
আজ সেই কলঙ্ক বুকে করে আমি চলিলাম ।।

[রচনা - মুকুল দত্ত ও পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়]

[বারো]

শুন শুন মহাশয় শুন দিয়া মন।
ফুলেশ্বরীর কথা করিনু বর্ণন ।।
ফুরালো আমার কথা জুড়ালো পরাণ।
কাটিল সংশয় সব, হল সমাধান ।।
ঘরে ফিরে গেল যারা যেখানে যাবার।
আলোটুকু র'য়ে গেল, গেল অন্ধকার ।।
যেখানে যা কিছু ছিল অন্তরের বাধা।
একে একে অবশেষে হইল সমাধা ।।

[রচনা - অর্ণব মজুমদার]

মুদ্রণে ঃ প্রিণ্টওরিয়েণ্ট এণ্ড কোং, ৩২/১৩বি, বিডন ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬